ঢাকা কমিক্স
www.dhakacomics.com
৳ ৮০
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়
ব্যাকবেঞ্চার্স ক্লাব
ARGENTINA
EN1
SIMA
E=MC2
TANMOY'13
BACKBENCHERS' CLUB
ISBN 9789849046936
TK 80
1.2 USD
DHAKA COMICS

ব্যাকবেঞ্চার্স
ক্লাব
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়

গল্প ভাবনায়
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ
নাসরীন সুলতানা মিতু
সামির আহমেদ

গামা।
নামটা নিজের দেয়া। আসল
নামটা অজানা, বয়সটা অজানা, এমন কি ঠিক
কত বছর ধরে তার ইউনিভার্সিটি লাইফ চলছে সেটাও
কেউ ঠিক ভাবে বলতে পারছে না। তবে তার সম্পর্কে যেটা
জানা সেটা হচ্ছে তার ওজন। তার ওজন আর ডডউ
রেসলার বিগ শো'রওজন নাকি সমান। খাবারের প্রতি
তার ভালোবাসা অন্য যে কোনো ভালোবাসা কে হার মানায়।
ফেবারেট ডিশঃ চাপ,পরটা, কাচ্চি,গ্রিল, শিক, বটি,
পিজা,শর্মা, ফ্রেঞ্চফ্রাই,সুপ
(জায়গা শেষ)

অনি।
পেশায় স্টুডেন্ট, এই কমিক্স এর মূল চরিত্র
এবং ব্যাক বেঞ্চারস ক্লাব এর প্রেসিডেন্ট!
(স্বঘোষিত!)। অনির আত্মবিশ্বাস এর
অভাব। সাইক্রেটিস আংকেল বলেছেন
একটা প্রেম করলে নাকি সব ঠিক
হয়েযাবে। আর সাহাবাগ মোড়ের জোতিশ
বলছেনঃ "প্রেম আসন্ন তবে তার জন্য
দরকার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস!"

রকি।
নাইমার চোখে "পার্ফেক্ট রকি" তবে ক্ষেত্র
বিশেষে 'ওভার স্মার্ট রকি'। আর 'ওভার স্মার্ট
হবেই বা না কেন, কি নাই তার? সৈয়দ বংশের
ছেলে সৈয়দ রকিবুল হক অরফে রকি।
ইউনিতে চ্যান্স পাওয়ায় **Mazda RX-7**
গিফট পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। তার পর
আর তাকে পায় কে! এমনিতে রকি ছেলে ভাল,
খালি একটু বেশি হিন্দি মুভি দেখেতো, তাই
একটু ফিল্মি হয়ে গেছে,এই আর কি।

সামির।
সব ফ্রেন্ডদের গল্পেই একজন না একজন সব জান্তা
আইন্সটাইন টাইপ থাকে। যার কাজ হলো ভারী
ভারী কথা বলা ও গল্প এগিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন
দরকারি তথ্য ইনপুট দেয়া। সামিরও ওরকমই
একটি ক্যারেক্টার। ভয়ঙ্কর মেধাবী ও ভয়ঙ্কর
সিরিয়াস। প্রোগ্রামিং এ অসাধারন মাথা।রেগুলার
ব্যাক বেঞ্চে বসে পড়াশুনা করতে করতে কখন যে
সে ব্যাক বেঞ্চারস ক্লাবের এক্টিভ মেম্বার হয়ে গেছে
তা সে নিজেও জানে না।

TANMOY'13

নাইমা।
পুরা নাম নাইমা আকবর।ব্যাক বেঞ্চারস ক্লাব এর
একমাত্র মেয়ে সদস্য। তার স্মার্টনেস তার সদ্য কেনা
স্মার্ট ফোন টাকেও হার মানায়। ইউনিভার্সিটি তে
ওঠার পর থেকে মাশালাহ এক দিনও নিজের ফোনে
নিজের ফ্লেক্সি করা লাগেনি।ইউনিভার্সিটি লাইফটা
এত্ত মজার সেটা আগে কেইবা জানত!

পৃথিবী ধ্বংসের অন্তিম মুহূর্তে...
বাঁচাআআআআআওও
নাইমা !
সবকিছু শেষ হয়ে
যাওয়ার আগে,
আমি তোমাকে একটা
কথা বলে যেতে চাই!
নাইমা,
আমি তোমাকে...
আমি তোমাকে...
আমি তোমাকে...
ক্রিং... ক্রিং...

ধূর! আবার সেই ড্রামাটিক স্বপ্ন!
১০টার মধ্যে ক্লাসে পৌঁছাতে না পারলে
রকি ঠিকই নাইমার পাশে বসে পড়বে।
ক্রিং ক্রিং
শিট! ৯:৪৫!
এটা হতে দেয়া যায় না, রকির চান্স মারা বন্ধ করতেই হবে।
নাইমাকে আজকে কথাটা বলতে হবেই।
কিরে নাস্তা খাবিনা?
না মা ক্লাসে একদম দেরী হয়ে গেছে।
ছেলে আমার এত সিরিয়াস হয়ে গেলো কবে থেকে?

দোস্ত নাইমা।
দেখসি!...এই যে, ইয়ে... মানে...
হ্যালো... অনি, আমাকে বলছ?
আস্তে চালা, সামনে দেখ, সামনে দেখ ...
দোস্ত, আমার নাম জানে, হাইয়া...
আ-আ-আ-আ-আ
ওয়াচ ইট, লুজার! সমস্যা কী? সাইকেল চালা নাইলে মাইয়া দেখ! যত্ত সব ননসেন্স।
ROCKY
চলো নাইমা ক্লাসে দেরী হয়ে যাচ্ছে...
চলো রকি.
... নাইমা... আ আমি

(দীর্ঘশ্বাস) কি বলিস ওরও লাল রং পছন্দ, আমারও লাল রং পছন্দ, ওও ভাতে লবণ বেশি খায়, আমিও ভাতে লবণ বেশি খাই।
মামা আমার কথা শোন, নাইমার চিন্তা বাদ দে, মাইয়া তোর টাইপের না।
হইছে কাম!
হাউ কিউট!...
ক্লাসের শেষে রকি না থাকায়, অনি চালে...
এই যে নাইমা শোন, আমি তোমাকে...
আ আমি এ এএ
কি?
?
কিন্তু পা ফসকে অনি গিয়ে পড়লো র‍্যাম্প মডেল সারজিনার ওপর!
তোমাকে ভালোবাসি!
চটাস!
কাকে ভালোবাসোস? দাঁড়া তোর ব্যবস্থা আমি করতেসি।
তাই বলে সারজিনা? আমি অন্তত অনিকে আমার টাইপের মনে করেছিলাম।
বিপ্লব হানি দেখো তো এই ছেলেটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে।
নাইমা, প্লিজ... ইইই (কান্না)
কি! ওই পোলা এইদিক আয়।
ক্যাম্পাসের বড় ক্যাডার বিপ্লব।

আমারে চিনস তুই? কার গার্লফ্রেন্ডের লগে মজা লস তুই জানস?
না, মানে, ইয়ে...
দাঁড়া তোরে দেখাইতেছি মজা!
অ্যাঁ, কি হইলো!
কী সমস্যা ভাই?
তোরে কইতে হইব কী সমস্যা? কে তুই?
আমি গামা।
থ্যাঙ্কস গামা!
ব্যাপার না।
সাহস বেশি বাড়ছে তোর? দাঁড়া দুই দিনের মধ্যে তোর ব্যবস্থা করতেছি।
গামা নিজেও জানেনা, সে কত বড় বিপদে নাক ডোবালো...

পরের দিন...
চুন্নু মামার টং এ...
মামা বুঝছেন, পিরিতি জিনিসটা হইলো গরম চায়ের মতো, গরম থাকতে থাকতে ফুঁ দিতে হয়।
ক্যান নাইমা আপার কথা!
মানে কিসের কথা বলছো?
খ্যাক! থু! তুমি কেমনে জানলা?
এক কাজ করেন,আপারে নিয়া একদিন বোটানিকাল গার্ডেনে ঘুইরা আসেন। দেখবেন রাজি হইয়া যাইব!
সাইজ্জা গুইজ্জা গিয়া গায়া দিবি,
ইটস মাই লাইফ,
ইটস নাউ অর নেভার...
ব্যান্ডের প্র্যাকটিসে:
ডিউড, লাভ ইজ অল অ্যাবাউট ইম্প্রেশান!
গেট আ নিউ লুক, গেট আ লাইফ!
কি আশ্চর্য! সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু এই কাহিনী এভাবে ছড়াচ্ছে কেন?
স্যার, আমাকে ডেকেছেন?
বাবা এসেছো? ভেরী গুড! সব কথাতো আর ক্লাসে বলা যায় না...
আমার কাছে প্রেম হচ্ছে এক নিস্পাপ ফুল এর মতো.. তুমি একটা কাজ কর, তুমি তাকে একটা গীতবিতান উপহার দাও, দেখবে...
(মনে মনে) প্লিজ না, প্লিজ। শেষ পর্যন্ত স্যারও। কি লজ্জা!
মামা, আপনার আর মামীর ব্যাপারটা কিসু হইলো?
তাতে আপনার কি? আপনি জানেন ক্যামনে?
ধুস শালা!
মামা খ্যাপেন কেন? না জানাইতে চাইলে ফেসবুকের প্রাইভেসি সেটিংস ঠিক করেন। এতক্ষণে তো অর্ধেক ঢাকা জাইনা গেছে!

অনি আর উপায় না দেখে সবার সাজেশন মত চেষ্টা শুরু করলো:
চালু! মামা চালু!
চুন্নুয় TONG
নাইমা, তোমার সাথে আমার একটা স্পেশাল কথা আছে। চলো, বোটানিক্যাল গার্ডেনে হারায়ে যাই।
হোয়াট? হাউ চিপ!
ক্ষ্যাত!
ওম্মা! গ্যাংনাম স্টাইল! লাইক মাই নিউ লুক?
নট ইন্টারেস্টেড!
উফ অনি, আঁতলামি বন্ধ করবা? গেট এ লাইফ!
প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! গোরিয়া জিন্স, ভিলেজ, পিজা হাট কই খাবা বল? দুই সেমিস্টারের ফি নিয়া আমি রেডি!
আমি যা-যা বলতে চাই কবিগুরু নাকি এই বইতে সব লিখ্যা গেছেন, প্লিজ এই গীতবিতানটা নাও?
স্যারের বুদ্ধিটা যদি কাজে লাগে...

পরদিন...
দেখো অনি, আমি তোমাকে একটা ডিসেন্ট ছেলে মনে করতাম। কিন্তু তুমি আজকাল যা শুরু করেছো, তাতে তোমার সম্পর্কে আমার ইম্প্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। রকি আর যাই হোক সে একটা স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ছেলে, যা বলার স্ট্রেইট বল।
ইয়ে, মানে...
সো, প্লিজ আমি যাচ্ছি, আমাকে ডিস্টার্ব করা বন্ধ কর!
আ'ম স্যরি নাইমা, আমার মত একটা লেস কনফিডেন্ট ছেলে আসলেও তোমার যোগ্য নয়...
ব্যাক গ্রাউন্ড এ হেব্বী সেন্টি হিন্দী প্রেম-বিচ্ছেদ এর গান বাজবে...

কিছুদিন পর, রকি ও নাইমা যাচ্ছিলো পান্থপথ দিয়ে, হঠাৎ...
রকি! দেখ ভার্সিটির ওই মোটা ছেলেটা না?
ওকে পিস্তল ধরেছে বিপ্লব!
কক্ষনো না! মোটু আমার ক্লাসমেট, তুমি এক্ষুনি দরজা খোলো রকি!
আরে এমন ভাব করো যে চেনো না, ওর জন্য আমি বিপ্লবকে খ্যাপাতে পারব না। হি ইজ টু ডেঞ্জারাস ইউ নো!
কিরে ওইদিন বহুৎ হিরো হইছিলি না ক্যাম্পাসে? আমার রেপুটেশন নষ্ট করোস? দিমু আইজকা ফুটা কইরা!
আঁআক।
সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কেউ এগিয়ে আসছে না...
রকি'র বাচ্চাআআ! গাড়ীর দরজা খোল্! তুই হেল্প না করলে আমি করবো,ইউ কাওয়ার্ড!!

হঠাৎ করে ভীড় পেরিয়ে কে জানি ঝাঁপিয়ে পড়লো বিপ্লবের ওপর...
অনি!!
গামা দৌড়া!
....এর বাচ্চা, তুই আবার আসচস মরতে?
তুই কি ভাবছিস, যা খুশি তাই করে বেড়াবি?
খাড়া! তোর হিরো হওয়া বাইর করতাসি!

বিপ্লব পিস্তল ঠেকায় অনির তলপেটে,
ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময়...
নাইমা ব্যাগ ঘুরিয়ে মারতে গেল বিপ্লবকে..
....
কিন্তু! ব্যাগের বাড়ি বিপ্লবকে মিস করে পড়লো অনির মুখে।
জায়গায় চিৎপটাং দি ব্যাকবেঞ্চার অনি!
তারপর?

ব্যাকবেঞ্চার্স
ক্লাব
পরের পর্ব: কী
হতে যাচ্ছে?
অনি কি বলতে
পারবে
নাইমাকে?...
জানতে হলে
পড়তে হবে